যুগান্তর

21 MAR 2008

২০ ৭

অপসারিত হতে পারেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ উপাচার্য

যুগান্তর রিপোর্ট

তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যে কোন মুহূর্তে অপসারিত হতে পারেন। উপাচার্য নিয়োগে গঠিত সার্চ কমিটি ইতিমধ্যে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি তারা স্বেচ্ছায় সরে না দাঁড়ান, সে ক্ষেত্রেই অপসারণ করা হবে। ওই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হচ্ছেন যথাক্রমে অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন মিঞা, অধ্যাপক খলিলুর রহমান ও অধ্যাপক আবদুল লতিফ মাসুম।

অপসারিত : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ২

অপসারিত : উপাচার্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে বর্তমানে শূন্য ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে সরকার শিগগিরই সংবাদপত্রে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে। বৃহস্পতিবার বিকালে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সার্চ কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের লক্ষ্যে সরকার সার্চ কমিটি গঠন করে। ৭ সদস্যের ওই কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন শিক্ষা সচিব। সদস্যরা হলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, বুয়েটের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুরুদ্দীন আহমদ, ইউজিসি সদস্য ড. এহসানুল হক, অধ্যাপক এমএম বুলবুল। কমিটির সদস্য সচিব মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) এজেডএম শফিকুল আলম।

সার্চ কমিটির ষষ্ঠ সভা বৃহস্পতিবার দুপুরে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শুরু হয়। এতে শিক্ষা উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘক্ষণ সভা শেষে উপদেষ্টা সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগে স্বচ্ছতা আনা এবং জবাবদিহিতা ও সুশাসনের আবহ তৈরিতে সার্চ কমিটি কর্মপরিধি অনুযায়ী কাজ করবে। এ কমিটি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করতে পারে, সে লক্ষ্যে আরও ২-৩ জন সদস্য নিয়োগ দেয়া হবে। বৃহস্পতিবারের সভায় সদস্য অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদকে কো-চেয়ারম্যান হিসেবে পুনঃমনোনয়ন করা হয়েছে। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে স্বচ্ছতার লক্ষ্যে প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, হার্ভার্ড, ক্যামব্রিজসহ পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগ্রহী নিজে বা তার পক্ষে যে কেউ আবেদন করতে পারবেন। তিনি বলেন, অপসারণ বা পদত্যাগসহ যে কোন কারণে পদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি দায়িত্ব পালন করবেন

এদিকে মন্ত্রণালয় ও সার্চ কমিটি সূত্রে জানা গেছে, সার্চ কমিটির পঞ্চম সভায় মোট চারজন উপাচার্যকে অপসারণের সিদ্ধান্ত হয়। এই চারটির মধ্যে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ইতিমধ্যে অপসারণ করা হয়েছে। বাকি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের অনুরোধ করা হবে। অন্যথায় তাদেরও অপসারণ করা হবে।

যে ৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার সেগুলোর পদগুলো শূন্য রয়েছে। ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নতুন উপাচার্য দেয়া হচ্ছে)

১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য নেই এগুলো হচ্ছে— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

এছাড়া কোষাধ্যক্ষের পদ থাকা সত্ত্বেও শূন্য রয়েছে ৬টিতে। এগুলো হচ্ছে— জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এর বাইরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের পদ ২ এপ্রিল শূন্য হবে। বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আবেদনের পর সার্চ কমিটি এসব পদের জন্য সুপারিশ করবে বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গত বুয়েট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনেই উপ-উপাচার্যের পদ নেই। এছাড়া বুয়েট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও আইনগতভাবে কোষাধ্যক্ষের কোন পদ নেই।

এদিকে বৃহস্পতিবারই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমানের মেয়াদ শেষ হয়েছে। রাত সাড়ে ৮টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ওই পদে কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী ওই বিশ্ববিদ্যালয়সহ চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ দেন চ্যান্সেলর। তবে আগে সিনেটের মাধ্যমে তিনজনের প্যানেল গঠন করা হয়। উপাচার্য নিয়োগ পাবেন।